



২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি

শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ সতর্কতা/নির্দেশনা/পরামর্শ

- ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন ফি জমা দেয়ার পর অনলাইনে এই ওয়েবসাইট থেকে টাকা জমার রসিদ ডাউনলোড করলে শিক্ষার্থীর আবেদন সম্পন্ন হয়। টাকা জমা দেয়ার পর শিক্ষার্থী রসিদ ডাউনলোড না করে থাকলে তার আবেদনটি অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়ে যায়। **তাই শিক্ষার্থীদের ফি পরিশোধের পর রসিদ ডাউনলোড করে আবেদনটি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।**
- ফি জমা দেয়ার পরে (অনলাইনে ৫-১০ মিনিট পরে এবং ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া হলে ৪৮ ঘণ্টা পরে) কোন কারণে ফি জমার রসিদ ডাউনলোড করা না গেলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন:-
 - অনলাইনে ফি পরিশোধের ক্ষেত্রে আপনার প্রদত্ত ইমেইলটি খুলুন ও সেখানে “সূর্য-পে” বা “এসএসএল কমার্স” কর্তৃক প্রেরিত একটি ইমেইল দেখুন। ইমেইলে সংযুক্ত পিডিএফটি ডাউনলোড করুন এবং নিচের তথ্যগুলো দিয়ে আপনার টাকা পরিশোধের দাবি করুন।
 - “সূর্য-পে” এর মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে থাকলে পিডিএফ ফাইলটির ইনভয়েস নং ও মার্চেন্ট অর্ডার আইডি দিয়ে দাবি করুন
 - “এসএসএল কমার্স” এর মাধ্যমে টাকা জমা করে থাকলে এম.টি.আই দিয়ে দাবি করুন
 - ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে থাকলে আপনি যে ব্যাংকের যেই শাখায় টাকা জমা করেছেন সেখানে আবার গিয়ে সেই ব্যাংকের হেড অফিসের আইটি ডিপার্টমেন্ট-এ যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে বলুন।
- শিক্ষার্থীকে (বা, তার পিতা/মাতা) নিজে আবেদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। কোন কারণে নিজে করতে অপারগ হলে **শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে** অনলাইনে আবেদনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অতীতে অনেক শিক্ষার্থী নিজে উপস্থিত না থাকায় সে যে ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিল তার অবহেলায় আবেদন সম্পন্ন হয়নি।
- শিক্ষার্থীর নিজ (অথবা, পিতা/মাতার) মোবাইল নম্বর হতে এসএমএস করে অস্থায়ী পাসওয়ার্ডটি সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ফিরতি এসএমএস-এ প্রাপ্ত পাসওয়ার্ডটি সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অন্যের (এলাকার দোকানদার, কোচিং সেন্টার, ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর হতে পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করায় শিক্ষার্থীকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময় থেকে উক্ত পাসওয়ার্ডটি আর প্রয়োজন হবে না।
- আবেদনের সময়ের সাথে কোন একটি অঞ্চলের আসন সংখ্যার কোন সম্পর্ক নেই।** প্রথম দিন ও শেষ দিনের আবেদনকারীর পরীক্ষার আসন পাশাপাশি হতে পারে। আবার, একই সময়ে আবেদন করা দুই শিক্ষার্থীর আসন দু’টি ভিন্ন স্থানে হতে পারে। তাই তাড়াহুড়ো করে আবেদন না করার পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। তবে শেষ দিনে আবেদনের জন্য ফেলে না রাখা উত্তম।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রমে কোন সামাজিক মাধ্যম (যেমন, ফেসবুক/মেটা, টুইটার/এক্স, লিঙ্কডইন ইত্যাদি) ব্যবহার করে তথ্য প্রচার করে না। সরাসরি কোন এসএমএস-এর মাধ্যমে কোন তথ্যও কাউকে প্রদান করে না এবং <https://admissions.eis.du.ac.bd> সাইটের মাধ্যমে **ছাড়া** অন্য কোন অনলাইন/ব্যাংকিং চ্যানেল বা বিকাশ/নগদ/রকেট ইত্যাদি মোবাইল একাউন্টে কোন টাকা জমা নেয় না। এই বিষয়ে সকল শিক্ষার্থীকে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-

আহবায়ক, অনলাইন ভর্তি কমিটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়